দামুড়হুদায় গাঁজাসহ স্বামী- স্ত্রী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ এক দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার তাদের চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে জামাত আলী (৫৫) এবং তার স্ত্রী আশাফন নেছা (৪৬)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের নেতৃত্বে শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের মাঝপাড়ায় অভিযান চালিয়ে আসামিদের নিজ বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ জামাত আলী ও তার স্ত্রী আশাফন নেছাকে গ্রেফতার করা হয়।

এ সময় উদ্ধার হওয়া গাঁজা জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, গ্রেফতারকৃত আসামিদের শনিবার চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ স্বামী-

স্ত্রী আটক

দামুড়হুদায় পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার ১০ টাকাসহ স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ার নিজ বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ার তাহাজ্জত মোল্লার ছেলে স্বপন আলী (৪০) ও তার স্ত্রী মুন্নী খাতুন (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আক্তার ও এসআই ইব্রাহীম সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় ব্র্যাক অফিসের উল্টো পাশে অবস্থিত নিজ বাড়ি থেকে ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার ১০ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী স্বপন ও মুন্নী দম্পতিকে আটক করা হয়।

তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অবৈধ মাদকদ্রব্য ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির ৫ হাজার ১০ টাকাসহ স্বপন আলী ও মুন্নী দম্পতিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

দর্শনায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ স্বামী-স্ত্রী আটক

মেহেরপুর র্যাব-১২ ইউনিট দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২২ পিচ ইয়াবাসহ মনিরুল ইসলাম ওরফে মনা
(৪১) ও স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমিনকে (৩৬) আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয়

ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এসময় র্যাব-১২ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর মনার বাড়িতে। অভিযান চালিয়ে ১৮ পিচ অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট উর্দ্ধার করে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, ধৃত আসামী দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা অন্য এলাকা হতে ক্রয় করে এনে নিজ এলাকাসহ আশপাশের এলাকায় বিক্রয় করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে ।গতকালই তাদের দুজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন ওই গ্রামের মৃত আজিজুল হকের ছেলে রাজমিস্ত্রি গোলাম কিবরিয়া (৫৫) ও তার স্ত্রী রিনা খাতুন।

সোমবার (১৪ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নিজ বাড়িতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। তারা রেখে গেছেন তিনটি ছোট মেয়ে সন্তান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাশের বাড়ি থেকে আসা একটি ছেঁড়া

বৈদ্যুতিক তার অসাবধানতাবশত একটি বাইসাইকেলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সেই বাইসাইকেলটি আনতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন রাজমিস্ত্রি গোলাম কিবরিয়া। চিৎকার শুনে স্ত্রী রিনা খাতুন ছুটে এসে তাকে বাঁচাতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

দুজনই অচেতন হয়ে পড়লে স্থানীয়রা দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তখনই তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

গোলাম কিবরিয়া পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। দিনমজুরির টাকায় চলত তাদের সংসার। তিন মেয়েকে নিয়ে তাদের ছোট্ট কিন্তু স্বপ্নভরা একটি জীবন ছিল। বাবা-মায়ের হঠাৎ এমন মৃত্যুর খবরে একরত্তি তিন শিশু মেয়ে বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আশপাশের মানুষ কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

স্থানীয় বাসিন্দা আবুল কাশেম বলেন, “ওরা খুব গরিব পরিবার। লোকটা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, কষ্ট করে মেয়েগুলারে বড় করত। এখন তিনটা ছোট মেয়ে এতিম হয়ে গেল। কী হবে ওদের?”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। প্রাথমিকভাবে অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হচ্ছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী দম্পত্তি আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী দম্পত্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে মুজিবনগর-আটকবর সড়কের বটতলা নামক স্থানে মুজিবনগর থানার এসআই মো: খালিদুর আশিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক দম্পত্তিরা হলেন, ঢাকা পল্লবীর ব্লক- সি ৩৫ নম্বর বাসার বাসিন্দা

আব্দুল মান্নানের ছেলে তানভীর হোসেন (৩০) এবং তার স্ত্রী স্বর্ণা খাতুন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ আটকবর সড়কের হরেনের বটতলা নামক স্থানে এস আই মো: খালিদুর আশিক, এস আই ইস্রাফিল ও এএসআই সীমা খাতুন সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ওই স্থানের একটি চা দোকানের পাশের একটি হেয়ারিং রাস্তায় ওই দম্পত্তিতে দেখে তারা চ্যালেঞ্জ করেন এবং তানভির হোসের হাতে হাতে সাদা বস্তাতে তল্লাশি করে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন।

এস আই মো: খালিদুর আশিক জানান, তানভিরের বিরুদ্ধে মাদক মামলায় আরও দুটি মামলা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তারা সীমান্ত এলাকা থেকে মাদক নিয়ে গিয়ে রাজধানী এলাকায় ব্যবসা করেন। তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।